ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩১৩৪

আগরতলা, ৮ অক্টোবর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

"রক্ত পরীক্ষা না করেই টাইফয়েড নির্ণয়, ক্ষোভ," এই শিরোনামে আজকের ফরিয়াদ পত্রিকায় গত ৪ অক্টোবর ২০২৫ প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে, সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে,চড়িলাম নিবাসী মিনার হোসেন (৩৮) নামে এক পুরুষ উচ্চ মাত্রার জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, দুর্বলতা এবং মাথা ব্যথার উপসর্গ নিয়ে গত ৩ অক্টোবর ২০২৫ সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিট নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইমার্জেন্সি বিভাগে আসেন। পরীক্ষার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ পূজা দেবরোগীর অবস্থা বিবেচনা করে রোগীকে ভর্তির জন্য পরামর্শ দেন এবং যথাযথভাবে সমস্ত রক্ষণশীল চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পরের দিন সকালে হাসপাতালের ল্যাবরেটরি থেকে রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দিয়ে রোগীর পরিবারকে বুঝিয়ে বলা হয়। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা কার্ডের সুবিধা গ্রহণ করার পরামর্শও দেওয়া হয়, কিন্তু রোগীর পরিবার সেই সময় প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা কার্ড দেখাতে পারেননি। পরের দিন সকালে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা কার্ড নিয়ে আসার জন্য তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা পর, কিছু রোগীর আত্মীয় ইমার্জেন্সি বিভাগে আসেন এবং রোগী সম্পর্কে জানতে চান। যেহেতু সেই সময় একই পদবি 'হোসেন'-এর অন্য এক রোগীও (আলি হোসেন) হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তাই নামের কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।এরপর, ডাঃ পূজা দেব রোগী(মিনার হোসেন)-এর অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলেন। পরের দিন সকালে রোগী প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এরঅধীনে তালিকাভুক্ত হন এবং বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ল্যাবরেটরি থেকে রোগীর প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা করা হয়। তাঁকে অ্যাকিউট ফেবরিল ইলনেস (Acute Febrile Illness)-এর রোগী হিসাবে নির্ণয় করা হয় এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসারপর গত ৬ অক্টোবর ২০২৫ রোগীকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। রিপোর্ট ছাড়াই টাইফয়েডের চিকিৎসা শুরু করার অভিযোগটি সঠিক নয়। রোগী ও তার পরিবার বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েই ছাড়পত্র নিয়েছেন।

******